প্রীতি সম্মিলনী
২০১৬

শুভেচ্ছা বাণী

উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যান্য বারের মতো এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের বার্ষিক প্রীতিসম্মিলনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে ক্লাবের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ও স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া হচ্ছে জ্ঞানার্জন ও বিতরণ। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সামবায়িক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াকে সচল ও বেগবান রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাবের সম্মানিত সদস্যবর্গ দিনশেষে এখানে সমবেত হন, বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন এবং নিজেদের জানার পরিধিকে করে তোলেন আরও প্রসারিত। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় এই ক্লাব পালন করে অনুঘটকের ভূমিকা।

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সৃজন ও মননের বিকাশে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে, সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায়, প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবনা-চেতনায়, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণে এই ক্লাব পালন করেছে গৌরবময় ভূমিকা। বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে এর ভূমিকা নিবিড়। এ-ক্লাবের সদস্য হতে পেরে আমার গর্ব তাই সীমাহীন।

ক্লাব কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ ও গতিশীল করতে কার্যকর পরিষদের আন্তরিক প্রয়াস সাধুবাদযোগ্য। ক্লাব কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী ও ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে সেবামূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি আরো বিস্তৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের এই প্রাণের মেলা যুগ-যুগান্তরব্যাপী অব্যাহত থাকুক এ প্রত্যাশা করি।

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

প্রীতি সম্মিলনী
২০১৬

সম্পাদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব

সম্পাদকের নিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব
সংগ্রাম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র

মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেই সময়ের চাহিদা পরিপূরণে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সৃজন ও বিতরণের জন্য রয়েছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনেক নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু আমাদের এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। আমরা কেউ তাকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলি আবার কেউ নানা প্রশংসাবাণীতে একে সিক্ত করি। বস্তুত এ সবই তার পাওনা। কিন্তু একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি গঠনে, পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জনে এবং হাজার বছরের প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে সম্ভবত এ মহত্তম গুণের কারণে এটি গোটা বিশ্বে অনন্য ও অদ্বিতীয় আসনে সমাসীন। বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে যার ভূমিকা অপরিসীম– কৃতজ্ঞ বাঙালি তাকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার হিসেবে স্বাতন্ত্র্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বাঙালি জাতির গর্ব-অহঙ্কারের প্রতীক উচ্চশিক্ষার সেই সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানটি হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র হল এ ক্লাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক যাত্রার সাথে সাথেই ক্লাবেরও গোড়াপত্তন হয়েছিল; তবে শুরুর দিকে তা ছিল খুবই ছোট্ট পরিসরে কার্জন হলের এক নিভৃত কোণে। সময়ের বিবর্তনে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির তাগিদে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কলাভবনের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগ ভবন) দ্বিতীয় তলা, অতঃপর মল চত্বরের অধুনালুপ্ত লাল ভবনের দোতলায় এবং সবশেষে বর্তমান স্থানে স্থায়ীভাবে ক্লাব স্থানান্তরিত হয়। বর্তমান ক্লাব ভবনটি তার অপরূপ নির্মাণশৈলীর পাশাপাশি এটি বিন্যাসে অনন্য এবং বিস্তৃতিতে অতুলনীয় এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একইসাথে ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় মেধা-মনন ও প্রজ্ঞায় ধন্য এবং বাঙালির কিংবদন্তিতুল্য বহু মনীষীর অজস্র স্মৃতিকে ধারণ করে এ ক্লাব নিজেকে আরো অনেক বেশি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহিমান্বিত করেছে।

ঢাকা শহরের অভিজাত ও নামিদামি ক্লাবের তালিকায় শাহবাগস্থ ঢাকা ক্লাব অন্যতম। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর প্রাচীনতম এ ক্লাবটি কাল পরিক্রমায় তার সদস্য সংখ্যা, ভৌত সুবিধাদি ও সেবা কার্যক্রম যথেষ্ট সম্প্রসারিত করেছে। যদিও প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এতে বৃটিশ শ্বেতাঙ্গদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বজায় ছিল। মাত্র ছয়জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা শতবর্ষ অতিক্রমকারী ঢাকা ক্লাবের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৬০০ জন। এঁদের প্রায় সকলেই অভিজাত, ধনকুবের শ্রেণি ও কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব। সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান সামনে রেখে নিজেদের, তাঁদের পরিবার ও অতিথিদের জন্য রয়েছে নানা আয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা। পক্ষান্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কখনোই আধিপত্যবাদের কবলে পড়েনি, বরং ঐতিহ্যগতভাবে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত মনীষীবৃন্দের পদচারণায় মুখরিত হয়েছে। মা, মাটি ও মানুষের কথা যাঁরা নিরন্তর ভেবেছেন, ভোগ-বিলাসে মত্ত না থেকে প্রিয় মাতৃভূমি হতে দখলদার-হানাদারদের যাঁরা তাড়াতে চেয়েছেন, বাঙালি জাতির ইপ্সিত কল্যাণ ও স্বাধীনতার স্বপ্নে যাঁরা বিভোর থেকেছেন, শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-গুণে, প্রগতি-অগ্রগতির উৎকর্ষতায় একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতিরাষ্ট্র গঠনে যাঁরা সদা কর্মতৎপর ছিলেন– সেইসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে এই ক্লাব এক অনন্য মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের রয়েছে এক সংগ্রামী ঐতিহ্য। ষাটের দশক থেকেই এ ক্লাব বাঙালি জাতির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যে কারণে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, শিক্ষক আবাসিক এলাকাসহ ঢাকা শহরের অন্যান্য স্থানের মতো বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবও সে রাতে রক্তরঞ্জিত হয়। পাশবিক আক্রমণের শিকার হয়ে ক্লাবের চারজন কর্মচারী ঐ রাতে নির্মমভাবে শহিদ হন– যাঁদের নাম ক্লাবের প্রবেশপথে নির্মিত স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে। পাকিস্তানি সেনারা ক্লাবের ভেতরে ঢুকে লাউঞ্জ রুমে কার্পেটের উপর শায়িত চার ক্লাবকর্মীকে নির্দয় ও অমানবিকভাবে হত্যা করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের রক্তে লাউঞ্জের সমস্ত কার্পেট ভিজে ফ্লোরের সঙ্গে আটকে গিয়েছিল। ঐ লোমহর্ষক ঘটনার কয়েকমাস অতিক্রান্ত হবার পর চার শহিদের লাশ কঙ্কাল অবস্থায় অপসারণ করা হয় এবং রক্তরঞ্জিত কার্পেট সরিয়ে তখন নতুন করে ফ্লোর তৈরি করতে হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসের সাথে বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ে অমরত্ব অর্জনকারী বহু পুরোধা ব্যক্তিত্বের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সর্বজনাব মাহমুদ হোসেন খান (১৯০৭-১৯৭৫), আবদুর রাজ্জাক (১৯১৪-১৯৯৯ খ্রি.), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১ খ্রি.), আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯১১-১৯৮৪ খ্রি.), খান সারওয়ার মোরশেদ (১৯২৪-২০১২খ্রি.), সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১৯২০-১৯৯৫ খ্রি.), সত্যেন বসু (১৮৯৪-১৯৭৪ খ্রি.), জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ (১৮৯৪-১৯৫৯ খ্রি.), রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০ খ্রি.), কালিকারঞ্জন কানুনগো (১৮৯৫-১৯৭২ খ্রি.), কবি জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রি.), মীর্জা নুরুল হুদা (১৯১৯-১৯৯১ খ্রি.), জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা (১৯২০-১৯৭১ খ্রি.), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১ খ্রি.), নুর মোহাম্মদ (১৯২১-২০১১ খ্রি.), নুরুল মোমেন (১৯০৮-১৯৯০ খ্রি.) প্রমুখ বরেণ্য শিক্ষকের পদচারণায় বিভিন্ন সময় ক্লাব ছিল মুখরিত। ক্লাবের সাবেক সম্পাদক ও বিখ্যাত নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম (জন্ম-১৯৩০ খ্রি.) বলেন :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ছিল শিক্ষকদের একমাত্র মিলনকেন্দ্র। এ ক্লাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু জ্ঞানী-গুণী, মনীষী ও পণ্ডিতের স্মৃতির ধারক ও বাহক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বিশ শতকের বিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত আমাদের দেশের যে রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন তারও নীরব সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস নিহিত রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ও কমনরুমে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণে জাতীয় জাগরণে নেতৃত্ব দান করেন। প্রাণ দেন অনেক শিক্ষক যাঁরা ছিলেন এই ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাব শহীদ শিক্ষকদের স্মৃতিতে অম্লান।

বস্তুত অর্থেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব হল এর সদস্যবৃন্দের কাঙ্ক্ষিত এক মিলনকেন্দ্র। দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধগত বিচিত্র বিষয় নিয়ে সদস্যরা ক্লাবে মিলিত হয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় করে থাকেন। নবীন-প্রবীণের অংশগ্রহণে এখানে জমে ওঠে হরেক রকম আড্ডা।

কেউবা জিম কর্ণারে নবখরিদকৃত ব্যায়াম উপকরণাদি নিয়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যায় মশগুল। কেউবা দৃষ্টিনন্দন লন টেনিসে প্রচণ্ড দৌড়ে শারীরিক কসরতে লিপ্ত। ব্যাডমিন্টনের কোর্টদ্বয়ে কেউ বা তীব্র শীতেও গা ঘামাে"ছন। আবার কেউ সুরক্ষিত বিলিয়ার্ড রুমে অতি বিলাসী ও হিসেবি এ খেলায় মত্ত।সিনিয়র সদস্যদের বড় একটা অংশ সময় কাটান কার্ডরুমে। তারুণ্যের চঞ্চলতায় সরগরম টেবিল টেনিস আর ব্যাপক হৈহুল্লোড়ে ক্যারাম উন্মাদনায় নিমগ্ন কেউ কেউ। নিঃশব্দে কেউবা দাবার গুটি চালে ব্যতিব্যস্ত। কেউ বড় সিঁড়ি বেয়ে পাঠকক্ষে দেশি-বিদেশি জার্নালে চোখ বুজে নেন। কিছু ভদ্রলোক সারাক্ষণ লাউঞ্জরুমে এলইডি টিভির বড় পর্দায় খবর ও নানা অনুষ্ঠান উপভোগে মত্ত থাকেন। ক্ষুধার্তরা খাবারের মেন্যু হতে পছন্দসই আইটেম নিয়ে ভোজনে তৃপ্ত হওয়ার নেশায় মত্ত থাকেন। এসবই হল ক্লাবের নিত্যনৈমিত্তিক চেহারা। প্রাণভরে হাসা আর মন খুলে কথা বলার জন্যে সদস্যদের এক স্বর্গোদ্যান হল এই ক্লাব। যতই কাজ থাকুক আর যত ব্যস্ততাই থাকুক ক্লাবে একটা সময়ে যেতেই হবে– এ যেন উপভোগের এক যাদুময়ী স্থান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবকে সদস্যদের ব্যবহারের জন্য এতে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকরণে আমরা বদ্ধপরিকর। বিদ্যমান সুবিধাদি ও সেবার মান বাড়ানোর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পরামর্শে এবং ক্লাব সদস্যদের অব্যাহত তাগিদে আর আবশ্যকীয় বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাবের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চালু করা হয়েছে 'কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার'– যার আওতায় রয়েছে মেডিসিন কর্নার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, সেলুন ও লন্ড্রি। একটি ক্লাবে এর প্রতিটি সেবাই চালু থাকা বাঞ্ছনীয়। ক্লাব কার্যকর পরিষদের সকল সদস্যকে এ মহতি উদ্যোগে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ঐতিহ্যবাহী এ ক্লাব সম্পর্কে সহজেই যেন মানুষ জানতে পারে সেজন্য আমরা www.dhakauniversityclub.org নামে এই প্রথমবারের মতো একটি ওয়েবসাইট খুলে দিয়েছি– যাতে ক্লাবের ইতিহাস-পরিচিতি, বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার বিবরণ, অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপনের খবর ও খাবারের মেন্যুসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সমাবেশ ঘটেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে শুধুমাত্র প্রীতিভোজ আর পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের মাঝেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না। ইতোমধ্যেই আমরা ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'বাউল সন্ধ্যা ও পিঠা উৎসব'-এর আয়োজন করেছি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক সদস্যের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অভাবনীয় সাফল্যে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেছিল। মধ্যরাত পর্যন্ত দর্শকরা বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার স্ফূরণে উচ্চকিত বাউল গান উপভোগ করেছেন এবং বিভিন্ন প্রকারের পিঠার স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমবারের মতো ক্লাবভবনকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোকসজ্জায় বর্ণিল করা হয়েছিল এবং বিজয়ের খুশি হিসেবে সদস্যদের জন্য চিতই পিঠা দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইভাবে আমরা খ্রিস্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে ক্লাবে আলোকসজ্জা করি এবং সদস্যদেরকে এ নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। আমাদের কর্মপরিকল্পনায় আরো একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয় রয়েছে। প্রীতিসম্মিলনীর পর মেহেদি উৎসব, কাওয়ালি ও গজল সন্ধ্যা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নববর্ষ উৎসব, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী প্রভৃতি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ক্লাবকে সত্যিকার অর্থে সাংস্কৃতিক বিনোদনের প্রকৃষ্ট কেন্দ্রে পরিণত করতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের বার্ষিক সর্ববৃহৎ ও ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানটি হল প্রীতিসম্মিলনী– যাতে আলোচনা পর্ব, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও প্রীতিভোজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইতিহাসের পাতা খুললে আমরা দেখি, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের প্রীতিভোজ প্রাথমিক পর্যায়ে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হত। পরবর্তীতে পুরনো কলাভবন আর মল চত্বর ঘুরে ক্লাব যখন বর্তমান স্থানে তার স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলল তখন প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক নৈশভোজের রেওয়াজ চালু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. ওসমান গণির (১৯১২-১৯৮৯ খ্রি.) আমলে। তখন ক্লাবের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (১৯২০-১৯৯৫ খ্রি.); যিনি পরবর্তীতে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্লাবের সভাপতি হিসেবে তাঁর মেয়াদকালে অনুষ্ঠিত নৈশভোজের আয়োজন ক্লাবভবনেই অনুষ্ঠিত হয় আর তাতে রন্ধনকার্যের তদারকিতে ছিলেন তিনি ও অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। দুজনই ছিলেন পুরনো ঢাকার শাহি খাবারের সাথে সম্যক পরিচিত। ক্লাবের বর্তমান ভবনে আয়োজিত প্রথম নৈশভোজের মেন্যু ছিল কাচ্চি বিরিয়ানি ও শাহি ফিরনি। সময়ের পরিক্রমায় এখনকার প্রীতিভোজের মেন্যুতে

বৈচিত্র্য এসেছে; যুক্ত হয়েছে পোলাও, খাসির মাংস, মুরগির রোস্ট, সবজি, বোরহানি, রুই বা রূপচাঁদা ভুনা, ফিরনি, সালাদ, চাটনিসহ আরো হরেক রকমের রসনাবিলাস খাবার। আর মূল খাবারের পূর্বে শরীর-মনকে চাঙ্গা রাখার জন্য কফি, বাদাম, চিপ্‌স– ইত্যাদির ব্যবস্থাতো আছেই। এবারের প্রীতিভোজেও সদস্যদের ভোজনবিলাসে পরিতৃপ্ত করার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

ক্লাবের বর্তমান কার্যকর পরিষদ দায়িত্ব নেয়ার পরপরই ক্লাবভবন ও এর আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে মনোনিবেশ করে। ভবনটিতে অগোছালো, দৃষ্টিকটু ও অপরিকল্পিতভাবে টানানো বৈদ্যুতিক, ডিশ-ইন্টারনেট ও টেলিফোনের বিচ্ছিন্ন তার যেমনি এখন আর গোচরীভূত হয় না, তেমনি যত্রতত্র আবর্জনা, ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতাও দেখা যায় না। দীর্ঘদিনের স্তূপীকৃত আবর্জনা অপসারণে ক্লাবের পরিচ্ছন্নতা যেমনি ফিরে এসেছে তেমনি কুশ্রী হয়ে যাওয়া ক্লাবের দেয়ালসমূহ পরিচ্ছন্ন ও শ্বেত-শুভ্র হয়েছে এবং নানান রঙে ও ডিজাইনে অপরূপ আকার ধারণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আবেদন করে আমরা একজন অতিরিক্ত ক্লিনার পেয়েছি। যে কারণে পরিচ্ছন্নতার কাজ অধিকতর গতিশীল হয়েছে। একইভাবে বেয়ারাদের দায়িত্বানুভূতি ও সেবার মান পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সদস্যদের জন্য সবধরনের সেবার মান ও সুযোগ-সুবিধা উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সূচনালগ্ন হতেই এ ক্লাব পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পুরোধা ব্যক্তিবর্গ সম্পৃক্ত ছিলেন। গুণী, পণ্ডিত ও বিদগ্ধ মনীষীবৃন্দের প্রশাসনিক দক্ষতা, ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা ও সামগ্রিক বিচক্ষণতা দিয়ে পরিচালিত হয়েছে অনন্য এ ক্লাব। এখন শুনলে অনেকেই বিস্মিত হতে পারেন আবার অনেকেই অবিশ্বাসও করতে পারেন যে, একসময় পদাধিকার বলে ক্লাবের সভাপতির পদ অলংকৃত করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য এবং তিনিই সম্পাদক মনোনীত করতেন। ক্লাবের সকল সভায় উপাচার্যই সভাপতিত্ব করতেন। এ রীতির পরিবর্তন ঘটে অধ্যাপক মাহমুদ হোসেন-এর উপাচার্য থাকাকালীন। তিনিই তাঁর পরবর্তী ক্লাব সভাপতি হিসেবে উপাচার্যের বাইরে একজন শিক্ষককে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করলেন– যিনি ছিলেন তদানীন্তন ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ক্লাবের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। আন্দোলন, যুক্তি-পরামর্শ, কর্মপরিকল্পনা, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, সভা-সমাবেশ এসবই ক্লাবে অনুষ্ঠিত হত। শিক্ষক সমিতির সম্পূরক শক্তি হিসেবে ক্লাব কার্যকর পরিষদ সর্বদাই পালন করেছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। ইমেরিটাস প্রফেসর আনিসুজ্জামান লিখেছেন, 'কখনো শিক্ষক সমিতি নিষ্ক্রিয় থাকলে ক্লাব কর্তৃপক্ষই প্রকৃতপক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করতেন।' ক্লাবের প্রধান কার্যনির্বাহক 'সম্পাদক' পদে আসীন ছিলেন শহীদ অধ্যাপক আবুল খায়ের, অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক কে এ এম সাদউদ্দিন ও অধ্যাপক ম. শহীদুল্লাহ– এঁদের প্রত্যেককেই কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। পাক হানাদারদের হিংস্র থাবা থেকে ক্লাবের সম্পাদকেরা রেহাই পাননি। এতদ্‌সত্ত্বেও ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত বীর ও অসম সাহসী শিক্ষকেরা দৃঢ়চেতা মন-মানষ নিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধিকার অর্জনে অদম্য গতিতে এগিয়ে গেছেন। দেশপ্রেম, সততা, সাহস, নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার যে অনবদ্য নজির তাঁরা রেখে গেছেন তা আমাদের জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে ক্লাবের সার্বিক উন্নতি বিধান করতে বর্তমান কার্যকর পরিষদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রীতি সম্মিলনী ২০১৬

এক নজরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব

- প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯২১ খ্রি.
- মোট আয়তন : ৪০১১৫ বর্গফুট
- শিক্ষক সদস্য সংখ্যা : ১৬৫০ জন
- কর্মকর্তা সদস্য সংখ্যা : ২৩০ জন
- সহযোগী সদস্য সংখ্যা : ৫০ জন
- কর্মকর্তা : ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১ জন, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন (খণ্ডকালীন)
- স্টাফ : ৩০ জন
- ক্লাবের সময়সূচি : প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা
- ক্লাব বরাদ্দ ফি : সদস্যদের জন্য ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা, অন্যান্যদের জন্য ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা
- ক্লাব বরাদ্দ সময় : সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা
- ক্লাব কার্যকর পরিষদ : ১৫ সদস্যবিশিষ্ট
- সেবা : ক্যাটারিং সার্ভিস, কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার, ব্যায়ামাগার, খেলাধুলা
- অধিভুক্ত লাউঞ্জ : কলা অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও সায়েন্স এনেক্স লাউঞ্জ
- চালুর প্রক্রিয়াধীন লাউঞ্জ : চারুকলা অনুষদ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট লাউঞ্জ
- গঠনতন্ত্র : ক্লাবের গঠনতন্ত্র ১৩ টি ধারা ও ২৭ টি উপধারা নিয়ে গঠিত
- উদ্দেশ্য : সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমঝোতা উন্নততর ও ঘনিষ্ঠতর করা ক্লাবের মুখ্য উদ্দেশ্য

প্রীতি সম্মিলনী
২০১৬

প্রাজ্ঞজনের ক্লাব-বিষয়ক স্মরণীয় উক্তি

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের প্রীতিসম্মিলনী হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ক্লাবের বার্ষিক প্রীতিসম্মিলনী ক্লাব সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ় করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

– মোঃ আবদুল হামিদ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ও পারস্পরিক সমঝোতা উন্নততর করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের জনমুখী ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাফল্য কামনা করি।

– মোঃ জিল্লুর রহমান
সাবেক রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সামাজিক অঙ্গক্ষেত্র। এ ক্লাবটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের ধারক। ক্লাবকেন্দ্রিক কার্যক্রম আমাদের বিশুদ্ধ বিনোদনের সুযোগ দেয়, নিজেদের মাঝে সুসম্পর্কের কর্মসূত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং সময় কাটানোর নিরাপদ আনন্দময় আবহের নিশ্চয়তা দেয়। ক্লাবটি যেমন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মিলনক্ষেত্র, তেমনি এ ক্লাবে বসেই আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের এ গৌরবময় ভূমিকা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

– অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একজন বিভাগে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসে একটু বাঁকাভাবে বললেন– শুনলাম, আপনাকে নাকি ক্লাবে পাওয়া যায়? এক বছর পর প্রফেসর সফীউল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ওকে আট ভোটে পরাজিত করে ক্লাব সেক্রেটারি হই। এই ত্রিশ বছর আর কোনো মহিলা ওখানে পা রাখেননি।

– অধ্যাপক ড. নীলিমা ইব্রাহীম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের প্রথম মহিলা সম্পাদক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ছিল শিক্ষকদের একমাত্র মিলনকেন্দ্র। এ ক্লাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু জ্ঞানী-গুণী মনীষী ও পণ্ডিতের স্মৃতির ধারক ও বাহক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বিশ শতকের বিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত আমাদের দেশের যে রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন তারও নীরব সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস নিহিত রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ও কমনরুমে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণে জাতীয় জাগরণে নেতৃত্ব দান করেন। প্রাণ দেন অনেক শিক্ষক, যাঁরা ছিলেন এই ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাব শহীদ শিক্ষকদের স্মৃতিতে অম্লান।

– অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সাবেক সম্পাদক ও নজরুল বিশেষজ্ঞ

আমার শিক্ষক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এবং তাঁর শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক মিলে ক্লাব চালাতে লাগলেন। নাজিমউদ্দিন রোডের দোকান থেকে সুতলি কাবাব আর সুখা, আর কোত্থেকে যেন দু'রকম মিষ্টি আসতে লাগল। আমরা দেদার খেয়ে মাসের বিল স্ফীত করতে লাগলাম। কার্জন হলে ক্লাবের বার্ষিক ভোজে টেবিল জুড়ে ছ'টা করে চেয়ার, ধপধপে টেবিল কথ, ফুলদানিতে ফুল, টাইপ করা মেন্যু– সব এলাহি কারবার – নয়নাভিরাম, মনোহরণ, শুধু মাসের শেষে হাতে আসছে কম টাকা।

– অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক এবং প্রফেসর ইমেরিটাস

সদ্য যোগদানকারী শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবটিকে আমি বেশ উপভোগ করতাম। সে সময় বিকেলে ক্লাবে যেতাম যা পরবর্তীকালে আর সম্ভব হয়নি। হল জীবনে এবং তার ঠিক পর পর পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় আমরা যেভাবে সমৃদ্ধ হতাম, সে সময়ে ক্লাব যেন তাতেই একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল নবীন শিক্ষকদের আলোচনা ও আড্ডাতে। ঐ রঙিন দিনগুলোতে ক্লাবটিই যেন ছিল আমাদের চিন্তা-বিলাসিতার একটি আয়েশি জায়গা, বিশেষ করে সদ্য হলছাড়া মেসবাসী নতুন শিক্ষকদের জন্য। এতকাল পর সেই দিনগুলোর কথা মনে করার সুযোগ করে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব যেন আবার ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি করতে চাইলো।

–অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সাবেক সদস্য এবং পদার্থবিজ্ঞানী

ক্লাব অনেক রকমেরই হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব একেবারেই তার নিজস্ব চরিত্রের, অন্য কোনো ক্লাবের মতোই নয়। এ ক্লাবে শিক্ষকেরা আসেন, তাঁরা বিভিন্ন বিভাগের, ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ও পদবীর, কিন্তু ব্যবধান থাকে না। দেখাসাক্ষাত, মতামতের আদানপ্রদান, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত অভিজ্ঞতার পারস্পরিক বিনিময়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা– সবকিছুর জন্যই এটি একটি প্রশস্ত জায়গা। আমার একার কেন, অনেকের জন্যই ক্লাবের আকর্ষণ উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। আমাদের সকল তৎপরতারই কেন্দ্রীয় দফতর ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমার অনেক ঋণ, ক্লাবের কাছেও কম নয়। ওই ঋণ অপরিশোধ্য।

– অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও প্রফেসর ইমেরিটাস

প্রীতি সম্মিলনী ২০১৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব

কার্যকর পরিষদ ২০১৫-২০১৬

এ বি এম শহিদুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
সম্পাদক

এস এম মোস্তফা আল মামুন
সহ-সভাপতি

মোঃ মোশাররফ হোসেন
সহ-সভাপতি

আবদুস সালাম
কোষাধ্যক্ষ

এ কে এম ইফতেখারুল ইসলাম
যুগ্ম-সম্পাদক

হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ
যুগ্ম-সম্পাদক

মোঃ মজিবুর রহমান
সদস্য

মোঃ মাসুদুর রহমান
সদস্য

সীতেশ চন্দ্র বাছার
সদস্য

আশফাক হোসেন
সদস্য

এ বি এম শাহাদাত হোসেন
সদস্য

মোঃ ইসরাফিল প্রাং
সদস্য

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
সদস্য

সৈয়দ আলী আকবর
সদস্য

মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
সদস্য (পদাধিকার বলে)

গোলাম রব্বানী
সদস্য (পদাধিকার বলে)